অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান

বাংলাদেশ অর্থনীতির বাৎসরিক পর্যালোচনা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, ডিসেম্বর ২০১৭

ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাঝে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য

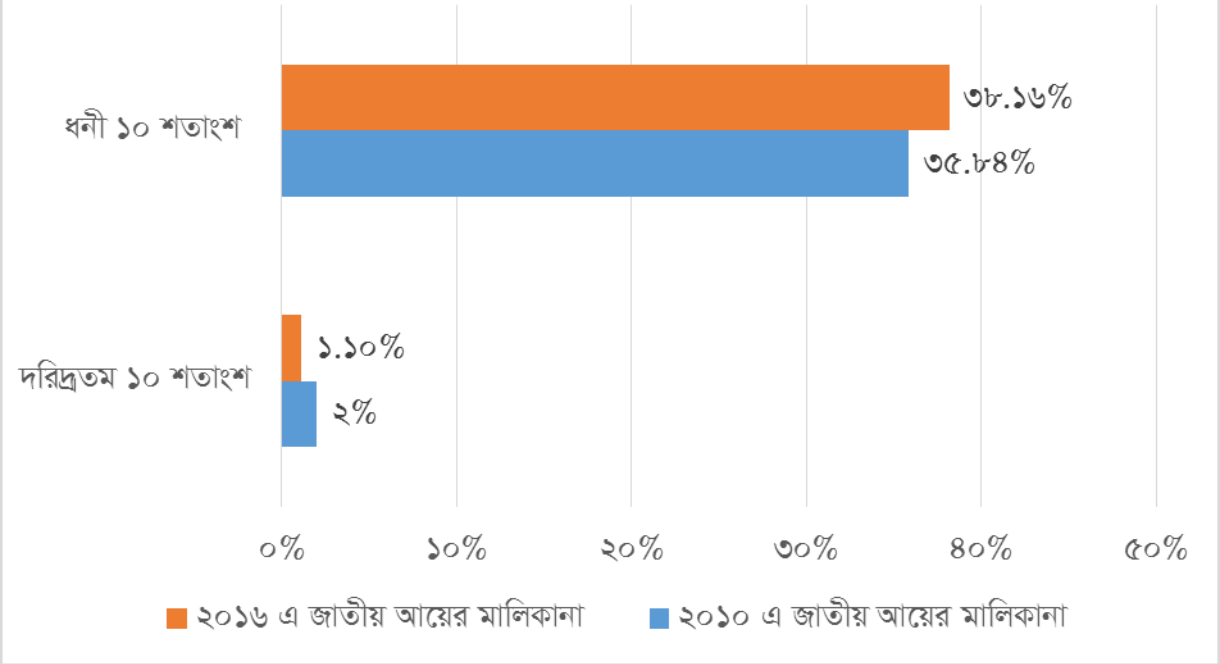

উৎসঃ 'উন্নয়ন অন্বেষণ', *অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান: বাংলাদেশ অর্থনীতির বাৎসরিক পর্যালোচনা*, ডিসেম্বর, ২০১৭।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ' এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এবং সাম্প্রতিক কালের ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আখ্যানের মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য বিদ্যমান।

ডিসেম্বর ২০১৭ এর এই সংখ্যায় সুযোগের অসমতা, সীমিত উৎপাদন সক্ষমতা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিকাঠামোর অদক্ষতা এবং জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যহত ভূমিকা মধ্যম-মেয়াদী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহকে আরও প্রবল করে তুলছে। ফলে উৎপাদনমুখী খাতগুলোতে প্রয়োজনীয় সম্পদ বণ্টনে অদক্ষতা দেখা দেয় যা দেশের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ড় করছে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এর 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা'র বর্তমান সংখ্যায় মন্ড়ব্য করে।

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের বিকল্প নেই। গৃহীত নীতিকাঠামোর কার্যকর বাস্ড়বায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতা দূরীকরণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য অধিক অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যকীয়।

জাতীয় পর্যায়ে আয় বৈষম্য পর্যালোচনা করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জিডিপি প্রবৃদ্ধির কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। গত পাঁচ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের উপর থাকলেও দারিদ্র্যতা দূরীকরণের হার হ্রাস পেয়েছে এবং গিনি সহগ বৃদ্ধি পেয়েছে যা আয় বৈষম্য বৃদ্ধির নির্দেশক। অর্থাৎ এই ত্বরিত প্রবৃদ্ধি নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনতে পারে নি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত হাউসহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১৬ অনুযায়ী দারিদ্র্যতা দূরীকরণের বার্ষিক গড় হার সাম্প্রতিক সময়ে হ্রাস পেয়েছে। উচ্চ দারিদ্র্যতা সীমা অনুযায়ী দারিদ্র্যতার হার ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে গড়ে ১.৭ শতাংশ পয়েন্ট করে হ্রাস পায়। অথচ ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্যতা দূরীকরণের হার হ্রাস পেয়ে গড়ে ১.২ শতাংশ পয়েন্ট হয়। অন্যদিকে, একই সময়ে নিম্ন দারিদ্রতা সীমা অনুযায়ী অতি দারিদ্র্যতা দূরীকরণের হারও বার্ষিক গড় ১.৫ শতাংশ পয়েন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে ০.৮ শতাংশ পয়েন্ট হয়।

আয় বৈষম্যের পরিমাপক গিনি সহগের মান ২০১৬ সালে ০.৪৮৩ শতাংশে উন্নীত হয় যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। দেশের দরিদ্রতম ১০ শতাংশ লোক ২০১০ সালে মোট জাতীয় আয়ের ২ শতাংশের অধিকারী হলেও ২০১৬ সালে এই হার ১.০১ শতাংশে নেমে আসে। অন্যদিকে, দেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ লোক ২০১০ সালে মোট জাতীয় আয়ের ৩৫.৮৪ শতাংশের মালিক হলেও ২০১৬ সালে তারা ৩৮.১৬ শতাংশ আয়ের অধিকারী হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখ করে। বিশ্ব ব্যাংকের উপাত্ত অনুযায়ী দেখানো হয় যে ২০০৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ড় সময়ে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৩.১ শতাংশ হলেও ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ড় সময়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৮ শতাংশে নেমে আসে। যা অর্থনীতিতে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করণ ও সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রবৃদ্ধির ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির হার ও নিম্ন আয়ের মানুষদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পর্যালোচনা করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১৭ সালের মে মাস থেকে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতি অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ৫.৫৯ শতাংশ হয়। এদিকে খাদ্য মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ৬.৮৯ শতাংশে উন্নীত হয় যদিও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর মাসের ৩.৮১ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৬৫ শতাংশ হয়।

ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস, প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়ার প্রবণতা ও কর্মসংস্থানের অভাব একদিকে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করে। ইতিমধ্যে দেশে ২০১০ সালের ২৩১৮ কিলোক্যালরি থেকে ২০১৬ সালে গড় মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমান পাঁচ শতাংশ কমে ২২১০ কিলোক্যালরিতে নেমে আসে।

অর্থনীতিতে উৎপাদন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্ড়ব্য করে যে, মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা, অর্থপাচারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অস্থিতিশীলতা ও অদূরদর্শিতা প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবির্ভূত হয়েছে ।

বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ প্রায় স্থবির উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ড় ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি গড়ে এক শতাংশেরও কম। জিডিপি'র অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমান ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ২২.৫০, ২১.৭৫, ২২.০৩, ২২.০৭, ২২.৯৯ ও ২৩.০১ শতাংশ হয়েছে।

দেশ থেকে অর্থপাচারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা (২০১০ সালে ৫৪০৯ মিলিয়ন, ২০১১ সালে ৫৯২১ মিলিয়ন, ২০১২ সালে ৭২২৫ মিলিয়ন ও ২০১৩ সালে ৯৬৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিশেণ্ডষণ করে উন্নয়ন অন্বেষণ সতর্ক করে যে, দেশজ সঞ্চয় যা জিডিপি'র অনুপাতে গত এক দশকে গড়ে ২৯-৩০ শতাংশের মধ্যে স্থবির ছিল। বর্তমান অর্থবছর শেষে এই স্থবিরতা দীর্ঘায়িত হতে পারে যা ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে আরও ব্যহত করতে পারে।

কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের সামগ্রিক কর্মদক্ষতার সাপম্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' এই খাতগুলোতে সম্ভাবনা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন না হওয়ার কারণ হিসেবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার দূরদর্শীহীনতাকে উলেণ্ডখ করে। খাত অনুযায়ী প্রবৃদ্ধির হার বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায় যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি হার ক্রমহ্রাসমান। অন্যদিকে, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে স্থবিরতা বিরাজমান।

কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৫.৫০ শতাংশ থাকলেও তা ২০১০-১১ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ৪.৪৬ ও ৩.৪০ শতাংশে হ্রাস পায়। এদিকে, শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৯.৮০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৯.০২ শতাংশ হয়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৫০ শতাংশ হয়। অন্যদিকে, সেবাখাতের প্রবৃদ্ধির হার একই অর্থবছরগুলোতে যথাক্রমে ৬.৬০, ৬.২২ ও ৬.৫০ শতাংশে স্থবির হয়ে আছে।

দেশে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ২২ শতাংশ পর্যন্ড় হলেও বস্তুত রাজস্ব আদায়ের পরিমান ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট জিডিপি'র যথাক্রমে মাত্র ১১.৬৫ শতাংশ, ১১.৬৬ শতাংশ, ১০.৭৮ শতাংশ, ১০.২৬ শতাংশ ও ১১.১৭ শতাংশ হয়। তদুপরি রাজস্ব আদায়ের গড় প্রবৃদ্ধি গত পাঁচ বছরে (২০১২-২০১৭) ১৩.৯৬ শতাংশে নেমে আসে যা এর আগের পাঁচ বছরে (২০০৭-২০১২) ১৮.৪ শতাংশ ছিল।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তেতে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসের লক্ষ্যমাত্রা ৬৫৪৫৮.৫৮ কোটি টাকার বিপরীতে রাজস্ব আদায়ের পরিমান ৫৮৮৯৭.৪৯ কোটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত আদায় ১০.০২ শতাংশ কম। সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ৩৮৯০০ কোটি টাকা ঘাটতি হতে পারে বলে পূর্বানুমান করে।

জিডিপির অনুপাতে মোট কর রাজস্ব আদায় ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে হ্রাসমান যদি ও সদ্য সমাপ্ত অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭-এ এই অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট কর রাজস্ব জিডিপির অনুপাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯.৭৪ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৬৯ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯.২৮ শতাংশ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮.৯৮ শতাংশ হয়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯.৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়।

জুলাই-অক্টোবর, ২০১৭ এ আয়কর ও ভ্রমন কর থেকে ১৯৫৭৫ কোটি টাকা, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) থেকে ২৫৩৩১.০১ কোটি টাকা এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব থেকে ২০৫৫২.৫৭ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যথাক্রমে ১৩ শতাংশ, ৯.৫৫ শতাংশ ও ৭.৭৮ শতাংশ কম রাজস্ব আদায় হয়েছে।

পর্যাপ্ত অভ্যন্ড়রীণ সম্পদ সঠিকভাবে সংঘটিতকরণে ব্যর্থতা দেশে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের যোগানকে বাধাগ্রস্ড় করবে যা ফলশ্র"তিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) অর্জনকে ব্যাহত করবে বলে উন্নয়ন অন্বেষণ আশংকা প্রকাশ করে।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার কর্তৃক দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস থেকে উচ্চ ঋণ গ্রহণের ফলে প্রদেয় সুদের পরিমান ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে প্রতি বছর অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সুদ পরিশোধের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। ফলে সরকারের পক্ষে উৎপাদনশীল খাতসমুহে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অদক্ষতার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ব্য করে যে, সরকারিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা ও দূরদর্শী পদক্ষেপের অভাবে বিনিয়োগের যথাযথ ব্যবহার ও উপযোগিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এর ফলে অর্থনীতিতে সরকারি বিনিয়োগের যে অভীষ্ট 'মাল্টিপণ্ডায়ার ইফেক্ট' বা গুনক প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার কথা তা ব্যহত হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয়ের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪০৮৫ কোটি টাকার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাস অর্থাৎ জুলাই-নভেম্বর সময়ে ২০.১১ শতাংশ বা ৩২৯৯৭ কোটি টাকা বাস্ড় বায়িত হয়েছে। অর্থবছরের শেষ চতুর্থাংশে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়নে বিশেষ দ্র"তগতি দেখা যায়, যা বিগত বছরগুলতেও পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মকা" অর্থায়ন ও বাস্ড়বায়ন প্রক্রিয়ার গুনগতমান নিয়ে প্রায়ই সংশয় দেখা দেয়।

গত অর্থবছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ড় সময়ের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের একই সময় বাণিজ্য ঘাটতি ২০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। ফলে বর্তমান অর্থবছরের এই সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে বিশেষ অবনমন পরিলক্ষিত হয়। যেমন গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৫৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ১৭৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়।

বহিঃখাতের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহের একটি হিসেবে প্রবাসী আয়ে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার কথা উলে"খ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে বার্ষিক হারে প্রবাসী আয় গত দুই অর্থবছর ধরে হ্রাস পাচ্ছে। প্রবাসী আয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৩১৬.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। কিন্তু পরবর্তী অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবাসী আয় যথাক্রমে ২.৫২ শতাংশ ও ১৪.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৪৯৩১.১৫ মিলিয়ন ও ১২৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

প্রবাসী আয় হ্রাস ও মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক উর্ধ্বমুখী প্রবণতার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করে। প্রবাসী আয় নির্ভর গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয়ের একটি বড় অংশ ভোগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান প্রবাসী আয়ের প্রবাহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টির মাধ্যমে মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ড় করতে পারে। টাকা স্থানান্ড়রের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণের

পাশাপাশি কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কূটনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধির উপর গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করে।

'উন্নয়ন অন্বেষণ' উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিমুখীন সমতা ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ, কর ভিত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আয়, আর্থিক খাতে প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার, ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার উপর গুর"ত্ব আরোপ করে।